

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছো, রুদ্র শিববাবা তোমাদেরকে যাকিছু শোনাচ্ছেন, সেগুলি শুনে অবশ্যই অন্যদেরকে শোনাতে হবে”

- \*প্রশ্নঃ - বাবাও যজ্ঞ রচনা করেছেন আর মানুষও যজ্ঞ রচনা করে - দুই যজ্ঞের মধ্যে মুখ্য পার্থক্য কি?
- \*উত্তরঃ - মানুষ এইজন্য যজ্ঞ রচনা করে যাতে শান্তি লাভ হয় অর্থাৎ বিনাশ না হয় কিন্তু বাবা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছেন এই কারণে যে, যজ্ঞ থেকে বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হবে আর ভারত স্বর্গ হবে। বাবার এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তোমরা নর থেকে নারায়ণ অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে। সেই যজ্ঞের দ্বারা তো কোনও প্রাপ্তি হয় না।
- \*গীতঃ- এই হৃদয় চায় তোমাকে ডাকতে...

ওম শান্তি । এই গীত কতোইনা মিষ্টি আর কতোই না অর্থপূর্ণ, যারা প্রথর বুদ্ধিদীপ্ত (বিশাল বুদ্ধি) হবে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বুদ্ধিও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয় তাই না। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ হয়ে থাকে। উত্তম বুদ্ধিদীপ্ত আত্মারা এর অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারে। তোমাকে আহ্বান করতে এই মন চায়, এটা কারা স্মরণ করছে? (বাচ্চারা) কি রকম বাচ্চা? বাচ্চা তো অনেক আছে। যারা ব্রাহ্মণ হয়, যারা দেবতা ছিল, যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় তারাই বেশী করে আহ্বান করে। তারাই শিব অথবা সোমনাথের মন্দিরের স্থাপনা করে। প্রমাণিত হয় আমরা যারা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন পূজারী হয়েছি। অবশ্যই আমরা পূজ্য ছিলাম এবং সোমনাথ শিবের পূজা করতাম। রুদ্র যজ্ঞ অনেক রচনা করে, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ কখনও রচনা করে না। রুদ্র যজ্ঞ নাম রাখা। এখনও রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে চলেছে তোমরা খুব ভালো করে বোঝাতে পারো - রুদ্র কে? রুদ্র কি কখনও যজ্ঞ রচনা করেছিলেন? কিভাবে রচনা করেছিলেন? এর দ্বারা কি সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল? এটা তো কেউ জানেনা। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কেউ দিতে পারবে না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞান সাগর বলা হয়। সাধারণ মানুষকে জ্ঞান সাগর বলা হয় না। এখন তোমরা জানো আমরা ঠাকুরদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, যাকে স্মরণ করে বলতাম যে বাবা এসে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করো। তারপর আমরাও দান নিয়ে অন্যদেরকে করবো। খুবই সহজ। কেবল স্মরণ করাবে যে তোমাদের হল দুটি বাবা। ভক্তি মার্গে দুই বাবা হয়ে যায়। সত্যযুগ ত্রেতাতে এক লৌকিক বাবা-ই থাকে। সেখানকার উত্তরাধিকারও তোমরা এইসময়ের পুরুষার্থ অনুসারে প্রাপ্ত করবে। তো তোমাদেরকে মাথা খাটাতে হবে। এমন এমন জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে যে রুদ্র যজ্ঞ কে রচনা করেছিলেন? রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ নাকি রুদ্র যজ্ঞ? আসল নাম হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র তো হলেন নিরাকার। তিনি কিভাবে যজ্ঞ রচনা করবেন? অবশ্যই শরীর ধারণ করতে হবে। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞও মানুষ করে থাকে। দেখায় যে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে অশ্বকে স্বাহা করতো। ঘোড়াকে টুকরো টুকরো করে স্বাহা করতো। তাকে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ বলা হয়। এটা এখন তোমরা জানো, তো সেখানে লিখতে হবে এটা কিরকম যজ্ঞ? খুবই ঘট করে যজ্ঞ করে। অনেক টাকা পয়সা একত্র করে। বড় বড় ধনী ব্যক্তির দান করে। কেউ ১০০ বের করে তো কেউ ৫০০ বের করে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে তো তোমরা সবাই স্বাহা হও। সেখানে তো অল্প অল্প টাকা একত্র করে তারপর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেয়। এখানে তো তোমাদেরকে স্বাহা হতে হবে। সেখানে স্বাহা হওয়ার কোনও কথাই নেই। এখানে বাচ্চারা বলে বাবা তন-মন-ধন সহ আমি এসেছি, সেখানে এইরকম বলবে না। আহুতি করার সময় কখনও এইভাবে দান করে না। আরতি ইত্যাদি হয়, চাঁদা কাটা হবে। বড় বড় ব্যক্তিদের থেকে নেয়। বাচ্চারা তোমরা জানো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়। তারা যজ্ঞ রচনা করে শান্তির জন্য, বিনাশের জন্য নয়। সেখানে শান্তির জন্য অনেক আওয়াজ করে। শান্তি তো সমগ্র দুনিয়াতে চাই, তাই না। পরমপিতা হলেন শান্তির সাগর। বাচ্চারা তোমাদেরকে অর্থ বোঝানো হয়। সংবাদ পত্র পড়ো তো চিন্তা করতে হবে যে - কিভাবে আমি সবাইকে বোঝাবো?

বাবা জানেন যে কিভাবে বি.কে.-রা দোকান দেখাশোনা করে। শেঠের কোন্ দোকানটি ভালো চলে, কোন্ ম্যানেজার ভালো, সেটা তো গুড় জানে, আর গুড়ের বস্তা জানে। এই ব্রহ্মা হলেন গুড়ের বস্তা। এটা বড়ই রমণীয় কথা। তাই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের জন্য তো লেখা আছে যে এর দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়। তারা যজ্ঞ করে শান্তির জন্য। এটা হলো সত্যিকারের যজ্ঞ। সেই ব্রাহ্মণদের তো অনেক শেঠ থাকে। তোমাদের ব্রাহ্মণদের ইনি হলেন একজন শেঠ। বাবা হলেন রুদ্র, শিব বলা, সোমনাথ বলা, তিনি জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন, যে যজ্ঞে তোমরা বসে আছো। সেই যজ্ঞে তো দুই-চার

দিন চলে। তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো হল অনেক বড়। তাতে টাইম লাগে। এটা হলো নর থেকে নারায়ণ বা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার যজ্ঞ। তারা তো এইরকম বলবে না। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, কিভাবে তাদেরকে সাবধান করবে। বড়দের বলো - তোমরা যে যজ্ঞ রচনা করছো, তাতে ভুল আছে। পরমপিতা পরমাত্মা প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমে আসেন। শাস্ত্রে যুগে-যুগে লিখে দিয়েছে। এটাই ভুল করে দিয়েছে। সেইভাবেই রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে। বাস্তুবে হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। শিবের নাম হল রুদ্র, তিনিই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। যেরকম ইব্রাহিম নিজের ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেছে, বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করেছে, সেরকমই রুদ্রের হলো জ্ঞান যজ্ঞ, যার দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হবে। এর অর্থ হলো সেখানে শান্তির জন্য যজ্ঞ রচনা করে, অর্থাৎ বিনাশ চায় না। স্বর্গের স্থাপনার জন্য নরকের বিনাশ হলে তো ভালোই হয় তাই না।

ভারত হলো অবিনাশী খন্ড, অবশ্যই ভারতের মনুষ্য সম্প্রদায় অনেক বেশী হওয়া উচিত। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। সমগ্র কল্পই তারা অতিবাহিত করেছে। শাস্ত্রে ৩৩ কোটি লিখে দেয়েছে। কিন্তু এটা তো বোঝাতে হবে - অবশ্যই অন্যান্য ধর্মের থেকে দেবতা ধর্মের আদমসুমারী বেশী হবে, কিন্তু তারা কনভার্ট হয়ে গেছে তো কিভাবে বেরিয়ে আসবে। অনেকে গিয়ে বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি হয়েছে, সেইজন্য সংখ্যায় অল্প হয়ে গেছে। এটাও হল ড্রামা। এসব বোঝার জন্য প্রথমে বুদ্ধি চাই। যতক্ষণ বুদ্ধিতে জ্ঞান না বসে ততক্ষণ কেবল অর্পণময় হওয়াতে কি লাভ আছে? সমর্পিত তো অনেকে হয় কিন্তু যারা ভালোভাবে ধারণা করে এবং অন্যদেরকেও করায়, প্রজা বানায় তারাই ভালো পদ প্রাপ্ত করে।

তো এই গান হল অ্যাকুরেট - তোমাকে ডাকতে মন চায়...। সবথেকে প্রথমে ৮৪ জন্ম কারা নিয়েছেন? যারা প্রথম দিকে এসেছিলেন, তারা হলেন দেবী-দেবতা। তারা ভারতেই ছিলেন। এখন তো কেউ কোথায় না কোথায় কনভার্ট হয়ে গেছে। কেউ তো ভারতেরই বাইরে চলে গেছে। নাহলে তো ভারতের মতো সবথেকে বড় তীর্থ আর কোথাও নেই। অন্যান্য যে সকল ধর্ম স্থাপক আছে, তাদেরকেও পাবন বানানোর জন্য ভগবানকে ভারতে আসতে হয়, কেননা সবাই হল পতিত, সবাইকে পাবন বানাচ্ছেন এক বাবা। এটা তোমরা জানো। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে যথার্থ ভাবে জানতে পারে। তোমরা বলবে যে আমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছি, এইরকম কোনও যজ্ঞ হয় কি, যেখানে এতটা সময় ধরে বসে থাকবে? বসে বসে কি করছো? রুদ্র যে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তা শুনছো। যতক্ষণ রুদ্র বাবা এই শরীরে আছেন, শোনাতেই থাকবেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো অবশ্যই এখানেই থাকবেন, তাই না। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত গাওয়া হয়ে থাকে। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মার দিন আর রাত খোড়াই বানাবে। তিনি তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতা। দিন আর রাতের পল্ল হল এখানকার। ব্রহ্মার রাত মানে পতিত। পুনরায় যখন পাবন হন তখন দিন হয়। ব্রহ্মাকেও পাবন বানাচ্ছেন সে-ই এক সদ্গুরু। সত্য বাবা, সত্য টিচার, সদ্গুরু তিনজন একসাথে আছেন। প্রথমে অবশ্যই বাবার বাচ্চা হবে, তারপর টিচারের থেকে পদ প্রাপ্ত করবে। নশ্বরের ক্রমান্বয়ে তো আছে তাই না। এটাও যদি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে কতোই না খুশীতে থাকে। তোমরা প্রথমে অসীম জগতের বাবার ছিলে তাই না। এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। ভক্তিমার্গে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে এসেছো, কেননা তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। অবশ্যই স্বর্গের রাজস্ব দেবেন। এটা বোঝানো তো খুব সহজ। যে সেম্বিবল হবে, সে-ই বোঝাতে পারবে। বাস্তুবে সেম্বিবল হলে তোমরা ব্রাহ্মণেরা। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিবান আছে, তাদেরও নশ্বরের ক্রম আছে। জগতের বুদ্ধিবানদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রম আছে। এখানেও যারা সেম্বিবল হতে থাকবে, তারা অবশ্যই ভালো নশ্বর পাবে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কতখানি সেম্বিবল হতে পেরেছি? যেরকম বাবা মুরলী শোনান, সেইরকম সেখানেও তোমরা মুরলী শোনাতে পারো। তোমরা তাদেরকে বোঝাও যে - রুদ্র যজ্ঞ আর রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচিত হলে তার থেকে বিনাশ জ্বালা বেরিয়ে আসবে, ভারত স্বর্গ হবে আর এরা আবার যজ্ঞ রচনা করে যাতে বিনাশ না হয় অর্থাৎ স্বর্গ স্থাপন না হয়। এটা তো উল্টো হয়ে গেল। তবেই তো বলেন যে আমি সবাইকে উদ্ধার করতে এসেছি। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করি। তো তোমরা প্রতিজ্ঞা করো - বাবা, আমরা তোমার থেকে শুনে অন্যদেরকেও শোনাবো। আচ্ছা, অন্যদেরকে শোনাও। প্রথমে এখানে তো রিপোর্ট করো। বারংবার রিপোর্ট করো, যাতে অন্য কোথাও বোঝাতে পারো। ফার্স্টক্লাস পয়েন্ট। সেখানকার যজ্ঞে তো যে তিল ইত্যাদি অর্পণ করে, আমাদের রুদ্র যজ্ঞে তো সমগ্র পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী স্বাহা হয়েছিল। কিন্তু এসব কথা কারোর বুদ্ধিতে ভালোভাবে ধারণা হয় না। বাবাকে স্মরণ করে না তাই বুদ্ধির তালা খোলে না। বাবা বলছেন - আমি কি করবো? এইসময় সকলের বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে, তাদেরকে পাবন বানাই। যারা আমাকে স্মরণ করে না, তাদের ধারণাও হতে পারবে না। বুদ্ধির তালা কি করে খুলবে? স্মরণের দ্বারাই খুলবে। মোস্ট বিলভড্ হলেন বাবা, তাঁর অনেক মহিমা করে। শিববাবার কতো মহিমা হয়! শিবের পূজাও হয়, তো অবশ্যই তিনি আসেন তাই না। অর্গ্যান্স ছাড়া এসে কি করবেন? তাই এখন ব্রহ্মার মধ্যে এসেছি। বাচ্চারা তোমরা বাপদাদার সামনে বসে আছো, কিন্তু দেহ অভিমান থাকার কারণে এত লভ, বাবার প্রতি এত রিগার্ড থাকে না। ডায়রেকশন অনুসারে চলতে পারে না। অহংকারে এসে যায়। বাবা বলছেন -

আমি হলাম নিরহংকারী, তোমাদের এত অহংকার কেন আসে? ব্যস্, মনে করে আমিই বুদ্ধিমান। এতখানি দেহ-অভিমান এসে যায়।

এখন কারো পতি মারা গেলে তো তার দেহ তো বিনাশ হয়ে গেলো। আত্মা বেরিয়ে যায়, তাই পুনরায় ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মাকে আত্মন করে। দেহকে তো আত্মন করে না। ভাবনা রাখে তাই ভাবনার ভাড়া পায় (ভালোবাসা থাকে বলে তার প্রতিদানও পায়)। পতিকে স্মরণ করতে থাকে তো পতির সাক্ষাৎকার করে নেয়। বাবা সাক্ষাৎকার তো করান তাই না। এইরকম অনেকেরই ভালোবাসা থাকে। আসবে তো আত্মা তাই না। কারো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকলে তো তার প্রতিদান সে পেয়ে যায়। স্ত্রীর মনের ভাব বুঝে নেয়। পছন্দের জিনিস নিয়ে আসে, নিজের হাতে তাকে পরিয়ে দেয়। এইরকম অনেক কিছুই হয়ে আসছে। আগে তো খুব বিধি পূর্বক থাকতো। যেরকম গনেশকে বা নানক ইত্যাদিকে স্মরণ করে তো তাদেরও সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, এইরকম অনেকেরই হতে পারে। কিন্তু সেই চাবি এক বাবার হাতেই আছে। বাবা বলছেন এই সাক্ষাৎকারের কথাও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। সাক্ষাৎকার করালেন, ড্রামা চললো, কোনও কিছুই থেমে থাকে না। ড্রামাকেও ভালোভাবে জানতে হবে। আরে, বাবাকে তো ভালো করে রিগার্ড দাও। বাবাকে এত রিগার্ড, ভালোবাসা দেওয়াও মুশকিল মনে করে, মনে করে তিনি তো হলেন নিরাকার। বলে যে এটা তো তাঁর রথ, এনাকে আমরা কি করবো? আমরা তো নিরাকারকেই স্মরণ করবো। আত্মা, নিরাকারের কোলে গিয়ে দেখাও? নিরাকারকে সাথে নিয়ে খাও, পান করো। তোমরা এনার কাছে কেন আসছো? বলে যে - না বাবা, তুমি এনার মধ্যে আছো, এনার মধ্যেই তুমি বিরাজমান মনে করে চলবো। এটা অতি কষ্টেই সাকুল্যে কারো বুদ্ধিতে থাকে। এইরকম অনেকেই আছে যারা গল্প বানায় - বাবার প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা আছে, আমি এত ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করি। বাবা (ব্রহ্মা) বলেন - আমিও সম্পূর্ণ স্মরণ করি না। আমি তো একমাত্র বিশেষ হারানিধি বাচ্চা, তথাপি আমি খুব পুরুষার্থ করি। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১) অর্পণ হওয়ার সাথে সাথে নিজের বুদ্ধিকে বিশাল (প্রখর) বানাতে হবে। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য ভালোভাবে ধারণা করতে হবে আর করাতেও হবে।

২) বাবার সমান নিরহংকারী হতে হবে। অহংকার ছেড়ে বাবার প্রতি অত্যন্ত লভ এবং রিগার্ড রাখতে হবে। দেহ-অভিমানে আসবে না।

\*বরদানঃ-\*

মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্ম করে কর্মযোগী, কর্ম বন্ধনমুক্ত ভব ব্রাহ্মণ জীবন কর্মবন্ধনের জীবন নয়, কর্মযোগী জীবন। কর্মেন্দ্রিয়গুলির মালিক হয়ে যা চাও, যেভাবে চাও, যতটা সময় কর্ম করতে চাও সেইভাবেই কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা করাতে থাকো তাহলে ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা হয়ে যাবে। কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দেহ সেবার জন্য প্রাপ্ত হয়েছে, কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশের জীবন সমাপ্ত হয়েছে। পুরানো দেহ আর দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধ সমাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য একে মরজীবা জীবন বলা হয়।

\*স্নোগানঃ-\*

দিলারামের সাথে অনুভব করতে হলে সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;